**#ডিজিটাল\_শিক্ষক\_গ্রুপ\_সুনামগঞ্জের\_উদ্যোগে\_বিশ্ব\_শিক্ষক\_দিবস\_পালন\_ও\_আনন্দ\_ভ্রমণ\_উৎযাপন**

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি আমাদের জন্মভূমি প্রিয় বাংলাদেশ। প্রকৃতির সঙ্গে মিশে আছে আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। প্রকৃতির অপরূপ কন্যা হিসাবেই আখ্যায়িত করা হয় সিলেটকে। পুরো সিলেট ঘিরেই রয়েছে দৃষ্টিনন্দন সব স্থাপত্যশৈলি আর প্রাকৃতিক নানা দৃশ্য। জল, স্থল, বন, পাহাড়, নদী ও হাওড় সবই রয়েছে সিলেটে। সিলেটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যি মনোমুগ্ধকর। সিলেট বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি প্রাচীন জনপদ। শুধু প্রাকৃতিক সৌন্দর্যই নয় রয়েছে বনজ, খনিজ ও মৎস্য সম্পদে ভরপুর একটি অঞ্চল সিলেট। অনেক জ্ঞানী, গুণী মানুষের জন্মস্থান সিলেট। ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন হলেও দ্বিতীয় লন্ডন হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় সিলেটকে।

পূজার ছুটিতেICT4E সুনামগঞ্জ জেলার কয়েকজন এম্বাসেডর ও ডিজিটাল শিক্ষক গ্রুপের উদ্যোগে গত ০৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালন ও আনন্দ ভ্রমণে দেখে এলাম ওলী আউলিয়ার পুণ্যভূমি, অপার সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি সিলেটের নয়নাবিরাম দর্শনীয় স্থান বিছনাকান্দি।

শস্য শ্যামল সবুজ প্রকৃতির সিলেটের দর্শণীয় স্থান অনেক। বিশেষ কিছু স্থান যা আপনার মন জয় করে নিবে তার কয়েকটি হল হযরত শাহজালাল (রা.) ও হযরত শাহ পরাণ(রা.) এর মাজার শরীফ, জৈন্তাপূর (পুরানো রাজবাড়ী), জৈন্তিয়া পাহাড়ের অপরূপ দৃশ্য, মাধবকুণ্ড ইকোপার্ক, পরীকুন্ড জলপ্রপাত, বিছনাকান্দি, জাফলং (জিরো পয়েন্ট, মারি নদী, চা বাগান, খাসীয়া পল্লী), ভোলাগঞ্জের সারি সারি সাদা পাথরের স্তূপ, জাফলংয়ের মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্য, শ্রীমঙ্গল (চা বাগান, লাঊয়াছড়া জাতীয় উদ্যান, মাধব পুর লেক), লালাখাল, জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র রাতারগুল, তামাবিল, হাকালুকি হাওড়, কীন ব্রিজ, হাছন রাজা জাদুঘর, মালনী ছড়া চা বাগান, ড্রিমল্যান্ড পার্ক, আলী আমজাদের ঘড়ি, জিতু মিয়ার বাড়ি, মুনিপুরী রাজবাড়ি, মুনিপুরী মিউজিয়াম, ওসমানী শিশু পার্ক, হামহাম জলপ্রপাত, সাতছড়ি অভয়ারণ্য, রেমা উদ্দ্যান, বাউল সম্রাট শাহ আব্দুল করিম এর বাড়ি, এশিয়ার বৃহত্তম গ্রাম বানিয়াচং, মির্জাপুর ইস্পাহানী চা বাগান, বাংলাদেশ চা গবেষণা ইনস্টিটিউট, নীল কন্ঠ (৭ রংঙের চা) ও গ্র্যান্ড সুলতান ইত্যাদি। #ডিজিটাল\_শিক্ষক\_গ্রুপ\_সুনামগঞ্জের অধিকাংশ সদ্যসের মতামতের ভিত্তিতে বিশ্ব শিক্ষক দিবসের আনন্দ ভ্রমণের স্থান ছিল সিলেট জেলার সীমান্তবর্তী উপজেলা গোয়াইনঘাটের রস্তুমপুর ইউনিয়নের বিছানাকান্দি।জেলার ভিবিন্ন উপজেলা থেকে আইসিটি প্রেমি শিক্ষকদের জন্য সুনামগঞ্জ, জাউয়া ও ছাতকে আগে থেকেই মাক্রোবাস ভাড়া করা হয়েছিল। আমাদের ভ্রমণ উপভোগ্য করার জন্য সকাল ৭:১৫ মিনিটে সুনামগঞ্জ, সকাল ৮:১০ মিনিটে জাউয়া বাজার ও ৮:১০ মিনিটে ছাতক থেকে যাত্রা করে গোবিন্দগঞ্জ একত্রিত হবার এবং গোবিন্দগঞ্জ থেকে সকাল ৮:৩০ মিনিটে একসাথে সবাই যাত্রার পূর্বপরিকল্পনা করা হয়।

যাত্রাপথে সিলেট পিটিআই এর প্রিয় মুখ জনাব সাঈদ আলী কবির ভাইয়ের চা-চক্র ও আইসিটি আড্ডার আমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়। একজন পরিশ্রমী, পরোপকারী, সাদা মনের মানুষ সাঈদ আলী কবির ভাই অল্প সময়ে শিক্ষায় আইসিটির ব্যবহার ও ভিবিন্ন সমস্যার সম্মুখীন শিক্ষকদের সম্পর্কে ও আমাদের সাথে আলোচনা করেন। বিশেষতঃ তাঁর উদ্ভাবনী #আইসিটি\_আড্ডা সম্পর্কে অবহিত করেন। বিশেষ করে বিছানাকান্দি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অত্যন্ত অথিতি অথিতিপরায়ন #জনাব\_নুরুল\_আমিন স্যারের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। #শ্রদ্ধেয়\_নুরুল স্যার ব্যক্তিগত বিশেষ কাজের কারণে আমাদের সময় দিতে না পারলেও #জনাব\_ইয়াহিয়া ভাইয়ের মাধ্যমে আমাদের নৌকায় যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দেন।

আমাদের দল সিলেট শহরের গ্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত জিন্দাবাজার এর #পানসী” রেস্টুরেন্ট থেকে সকালের নাস্তা সেরে ও দুপুরের খাবার সংগ্রহ করে আমরা যাত্রা করি আমাদের লক্ষ্য পানে। হাদারপাড়ে #জনাব\_নুরুল\_আমিন স্যারের প্রতিনিধি অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, হাসিমাখা মুখ #জনাব\_ইয়াহিয়া ভাই সকাল থেকে আমাদের জন্য অপেক্ষমাণ ছিলেন।

বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী দর্শনীয় এলাকা বিছনাকান্দি পরেই ভারতের মেঘালয় রাজ্য। মেঘালয়ের সারি সারি গাছ আচ্ছাদিত পাহাড়গুলো একটু বেশিই সবুজ, পাহাড়ের গায়ে ঝরণাগুলোও প্রাণবন্ত। তবে এসব ঝরণার কাছে গিয়ে পানি ছোঁয়ার কোনও সুযোগ নেই। শুধুই দুই চোখ ভরে উপভোগ করা যায়, কারণ সবগুলোই ভারতে অবস্থিত।

যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা মোটামোটি সুবিধারজনক হওয়ায় সিলেটের জিন্দাবাজার থেকে হাদারপাড় পৌঁছাতে আমাদের প্রায় এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করতে হয়। মাক্রোবাস থেকে নেমে রোদ থেকে বাঁচতে সঙ্গে থাকা ক্যাপ ও সানগ্লাস এর সদ্য ব্যবহার করা হল। আমাদের দলের আনন্দকে প্রাণবন্ত করতে শ্রদ্ধেয় অজয় স্যার, জনাব কবিরুল ইসলাম, জনাব মিসবাহ উদ্দিন, জনাব আল আমিন, জনাব মাহফুজুল ইসলাম নমির, জনাব শাহিন আলাম, জনাব জাহাঙ্গীর হোসেন, জনাব নূর মোহাম্মদ, জনাব জামিলুর রহমান জামিল, জনাব সাজাদ মিয়া, জনাব রোকসানা ইয়াছমিন, জনাব আতাউর রহমান, জনাব অজয় ধর, জনাব হারুন রশীদ, জনাব আবুল কালাম আজাদ, জনাব নাসরিন খানম, জনাব সাবিহা সুলতানা, জনাব শিউলী মনি, জনাব পারভেজ আহমদ, জনাব নিজাম উদ্দিন, জনাব জমির হোসেন, জনাব অজয় কৃষ্ণ পাল, জনাব মহি উদ্দিন, জনাব আবু তাহের, জনাব রুহেনা আক্তার চায়না, জনাব আমিরুল ইসলাম সার্বক্ষণিক সরব ছিলেন।

হাদারপাড় পৌঁছে দেখলাম ঘাটে সারি সারি মোটর চালিত নৌকা। নদীর ওপারে ভাড়ায় চালিত মোটর সাইকেল। আমাদের দলের আনন্দকে প্রাণবন্ত করতে #জনাব\_ইয়াহিয়া ভাই ভাড়ায় ইঞ্জিন চালিত নৌকার ব্যবস্থা করেন।

নৌকা চড়ে পিয়াইনের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে বিছনাকান্দি পৌছতে বেলা বাজে দুপুর ০১.১০মিনিটে। উঁচু পাহাড়ে ঘেরা সবুজের মায়াজাল থেকে নেমে আসা ঝরনার অশান্ত অস্থির বেগে বয়ে চলা শীতল পানির প্রতিকূলে আমাদের নৌকা প্রকৃতির রাজ্য বিছনাকান্দিতে পৌঁছতে সময় লাগে ৪০ মিনিট। বিছানাকান্দি পৌঁছতেই পাহাড়ের সৌন্দর্য্য মন কেড়ে নেয়। মন চায় দুই হাতে জড়িয়ে প্রকৃতির এই সৌন্দর্যকে আলিঙ্গন করতে। ভারতের উঁচু পাহাড়ের ঝরনা থেকে নেমে আসা স্বচ্ছ শীতল জলধারা এবং দূরের আকাশচুম্বী পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করতে করতে কার না মন চায়? প্রকৃতির সৌন্দর্যলীলায় কিছু সময়ের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেবার আগে সবাই দুপুরের খাবার সেরে নিলেন।

খাওয়া শেষে প্রকৃতির এই সৌন্দর্যকে আলিঙ্গন করতে সবাই ঝাপিয়ে পড়লেন। এমন মুহুর্তে যাত্রীদের কারো হাতের ক্যামেরাও থেমে নেই। একের পর এক ক্লিক করে সহযাত্রীদের ও আশপাশের পরিবেশকে বন্দি করতে লাগলেন তাদের ক্যামেরায়। সবাই তখন এমন মায়াময় আনন্দঘন মুহুর্তের নিজের একটি হলেও ছবি তোলার তাগিদ অনুভব করতে লাগলেন। ব্যক্তিগতভাবে ভাড়া নিলেন ডিএসএলআর ক্যামেরাম্যানদের। ছবি তোলতে লাগলেন নিজেদের ইচ্ছেমত। পানির গভীরতা বেশি নয় বলে পরিষ্কার পানিতে উঁচু-নিচু পাথরগুলোকে দেখা যায়। নদীটির দুই পাশেও রয়েছে পাথরের সারি। সামনের দিকে তাকালে ঝরনা এবং উঁচু পাহাড়ের আঁকাবাঁকা সারিগুলো মন কেড়ে নেয়। নদীতে হাঁটার সময় একটু সাবধানে হাঁটতে হয় কারণ পানির স্রোত অনেক বেশি এবং পানির নিচের পাথরগুলো উঁচু-নিচু ও খুবই পিচ্ছিল। একটু অসাবধানতাই কোনো দুর্ঘটনার কারণ হতে পারে। বেশ সময় ঝরনার পানিতে সাতার কাটতে কাটতে সবাই কিছুটা হলেও ক্লান্ত। কিন্তু পাশেই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার। বাজারে রয়েছে ভারতীয় বৌধভাবে আনা তেল, সাবান, ক্রীম, পারফিউম, বিস্কুট আর ভিবিন্ন ধরণের চকলেটসহ নানান জাতের পণ্য। সহযাত্রীদের সবাই চাহিদামত কিছু পণ্য কেনার লোভ সামলাতে পারেন নি। যেহেতু সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, ফিরে আসতেই হবে তাই কালবিলম্ব না করে অগভীর জলধারার খুবই মায়াবী পাথরে পূর্ণ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে দেরি করার ইচ্ছে নেই কারো। অবশেষে নৌকা দিয়ে চলে এলাম হাদারপাড়। যেখানে বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার পাশাপাশি সুনামগঞ্জ জেলাকে আইসিটি তে এগিয়ে নিতে বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হয়। আলোচনা সভা শেষে চমৎকার এবং আকর্ষণীয় আইসিটি বিষয়ক উপহারের ব্যবস্থা রাখা হয় সবার জন্য। এমন আয়োজনের জন্য সবাই ভ্রমণ আয়োজনকারী স্যারদেরকে অভিনন্দিত করলেন। সত্যিই অবারিত সবুজের বুকে এ ভ্রমণ আমাদের জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে আজীবন। ঘন্টা দু/এক অবস্থানের পরও অনেকাংশে অপূর্ণই বলা যায়। তবুও ফিরতে হবে। একটু আগে ঘটে যাওয়া টুকরো টুকরো স্মৃতি নিয়ে সবাইকে বেশ উল্লাসিত মনে হলো। চোখে-মুখে সারাদিনের ক্লান্তির ছাপ থাকলেও আনন্দ যেন সব ধুয়ে মুছে নিয়ে গেছে। প্রখর রৌদ্রের তেজ প্রায় সবাইকে নিস্তেজ করে দিচ্ছে। গন্তব্যে ফেরার জন্য চলতে থাকলো আমাদের গাড়ী। পরম তৃপ্তির নিয়ে বাড়ী ফিরছে আর পেছনে পড়ে রইলো উচ্ছ্বাসময় একটি দিনের স্মৃতিবিজড়িত বিছনাকান্দী।

#আবু\_ছালেহ\_মোহাম্মদ\_নোমান

ICT4E জেলা অ্যাম্বাসেডর, সুনামগঞ্জ

সহকারী শিক্ষক

রামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

ছাতক, সুনামগঞ্জ